সংবাদ

তারিখ 07 OCT 2012
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী

'গত এক বছরে শিক্ষাঙ্গনে উল্লেখ করার মতো সন্ত্রাস ও নির্যাতনের ঘটনা ঘটেনি'

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক বলেছেন, গত এক বছরে শিক্ষাঙ্গনে উল্লেখ করার মতো সন্ত্রাস ও নির্যাতনের ঘটনা ঘটেনি। বরং সন্ত্রাস বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। বর্তমান সরকারের সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিভিন্ন উন্নয়ন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। তিনি গতকাল দুপুরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে একথা বলেন। বর্তমান সরকারের এক বছর পূর্তি উপলক্ষে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্যক্রমের বর্ণনা দেয়ার উদ্দেশ্যে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী ছাড়াও শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহসানুল হক মিলন, শিক্ষা উপমন্ত্রী আবদুস সালাম পিন্টু, শিক্ষা সচিব শহীদুল আলম, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার মহাপরিচালক ড. আবদুর রশীদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী পৃথক বক্তব্যের মাধ্যমে গত এক বছরে তাদের গৃহীত নানা পদক্ষেপ তুলে ধরেন। এছাড়া শিক্ষামন্ত্রীর সইকৃত লিখিত বক্তব্যে ২৬টি প্যারায় উন্নয়ন কার্যক্রমের বর্ণনা দেয়া হয়। এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে শিক্ষাক্ষেত্রে বাস্তবায়নযোগ্য সংস্কার চিহ্নিত করার লক্ষ্যে ৪৯ সদস্যবিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন এবং কমিটির চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রধানমন্ত্রীর কাছে হস্তান্তর, ৬৪টি জেলা সদরে অবস্থিত প্রধান সরকারি কলেজের নিজস্ব অর্থায়নে ৩ মাস মেয়াদি অবৈতনিক ইংরেজি শিক্ষার সান্ধ্যকালীন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু, ৬টি বিভাগীয় সদরে ল্যাংগুয়েজ ল্যাবরেটরি (ইংরেজি ও আরবি) স্থাপন প্রকল্প গ্রহণ, দেশের মানসম্মত ও নিম্নমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে চিহ্নিত করার লক্ষ্যে জরিপ কাজ পরিচালনা, বগুড়ায় এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া শুরু, আরও ১৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অনুমোদন, ৪টি ডিআইটিকে পূর্ণাঙ্গ কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করা, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান শুরু, মাদ্রাসা শিক্ষার মানোন্নয়ন প্রভৃতি।

শিক্ষামন্ত্রী উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপগুলোর ব্যাপারে বিস্তারিত ব্যাখ্যাও দেন। তিনি মানসম্মত ও নিম্নমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করার ব্যাপারে পরিচালিত জরিপ সম্পর্কে জানান, এ পর্যন্ত প্রায় ৮৭ ভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জরিপ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। জরিপের তথ্যে দেখা যায়, স্ট্যান্ডার্ড এ প্লাস শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৬শ' ৯৭টি (শতকরা হিসেবে ২.৬০ ভাগ), স্ট্যান্ডার্ড এ ৬ হাজার ৯শ' ৩৯টি (শতকরা ৩০.২৬ ভাগ), স্ট্যান্ডার্ড বি ৭ হাজার ৬৭টি (শতকরা ৩০.৮২ ভাগ) এবং নিম্নমানের বা বিলো স্ট্যান্ডার্ড শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৮ হাজার ৩শ' ৩০টি (শতকরা ৩৬.৩২ ভাগ)। তিনি বলেন, এই জরিপ সম্পন্ন হওয়ার পর অবশ্যই শিক্ষার মানের সঙ্গে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারি সুযোগ-সুবিধা প্রদানের বিষয়টি তুলনায় নিয়ে আসা হবে।

নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, নতুন ব্যবস্থাপনায় ৮টি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। এগুলোর মধ্যে জগন্নাথ কলেজ, ইডেন কলেজ প্রভৃতি কলেজ স্থান পাবে। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ব্যয় নির্বাহের সিংহভাগ অর্থ শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি'র মাধ্যমে সংগ্রহ করা হবে। তিনি আরও জানান, আন্তর্জাতিক বিভিন্ন দাতা সংস্থার সহায়তায় বগুড়ায় এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। এজন্য ইতোমধ্যে জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে।

এক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, গত এক বছরে শিক্ষাঙ্গনে উল্লেখ করার মতো সন্ত্রাস, নির্যাতনের ঘটনা ঘটেনি; বরং প্রধানমন্ত্রীর ১শ' দিনের কর্মসূচির আওতায় শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস নির্মূল বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী তার মৌখিক ও লিখিত বক্তব্যের কোথাও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলে পুলিশি নির্যাতন, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী হত্যাসহ রাজশাহী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত সন্ত্রাস, নির্যাতনের ঘটনা উল্লেখ করেননি। তবে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহসানুল হক মিলন তার বক্তব্যে শামসুন্নাহার হলের ঘটনা এবং সনি হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, আমাদের সময় এ ধরনের ঘটনা খুবই দুঃখজনক। এক বছরে ব্যর্থতা কি জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রী কোন ব্যর্থতার কথা স্বীকার করেননি। তিনি এ ব্যাপারে বলেন, আসলে সামান্য কিছু ব্যর্থতাকে আগামী দিনের প্রস্তুতি হিসেবেও উল্লেখ করা যায়। তবে শিক্ষামন্ত্রী তার বক্তব্যে আগামী দিনের কোন কর্মসূচির কথা উল্লেখ করেননি।